27075 - জান্নাত ও জাহান্নামরে স্তর ও শ্রণেসিমূহ

প্রশ্ন

জান্নাত ও জাহান্নামরে সংখ্যা কত? এর স্তরভদে করা হয় কভিাব? প্রত্যকে স্তরে থাকার জন্য কী করণীয়?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সংখ্যার দকি থকেে জাহান্নাম একটি। জান্নাতও একটি। কন্তিু প্রত্যকেটরি বশে কছিু স্তর ও শ্রণেি রয়ছে।ে দুনয়িাতে জাহান্নামবাসীর কুফররে মাত্রাভদেে জাহান্নামে তাদরে নম্নিস্তররে তারতম্য হব।ে মুনাফকিরা জাহান্নামরে সবচয়েে নচিরে স্তরে থাকব।ে জান্নাতরে স্তরগুলোর সংখ্যা নর্দিষ্টি করে জানা যায় না। বলা হয়: এটি কুরআনরে আয়াত সংখ্যার সমান। সুন্নাহতে জান্নাতবাসীদরে কছিু আমল এবং জান্নাতে সসেব আমলকারীদরে বভিন্নি স্তররে কথা বর্ণতি হয়ছে।ে এমন কছিু আমল হলো: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও রাসূলদরেকে বশি্বাস করা, আল্লাহর রাস্তায় জহিাদ করা, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, কষ্ট সত্ত্বওে পূর্ণরূপে অযু করা ও কুরআন হফিয করা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জান্নাত ও জাহান্নামরে সংখ্যা কত?

সংখ্যার দকি থকেে জাহান্নাম একটি। জান্নাতও একটি। কন্তিু প্রত্যকেটরি স্তরভদে ও শ্রণেবিন্যিাস রয়ছে।ে সুন্নাহতে ‘জান্নাত’ শব্দটি বহুবচন হসিবেে উদ্ধৃত হয়ছে।ে সখোনে জান্নাতরে বহুত্ব উদ্দশ্যে নয়; বরং জান্নাতরে মাহাত্ম্য, স্তরসমূহ ও প্রকারভদে কংিবা জান্নাতে প্রবশেকারী ব্যক্তরি নকেীর বপিুলতার দকিে ইঙ্গতি করা; যমেনটি আনাস ইবনে মালকে থকেে বর্ণতি হাদীসে রয়ছে:ে উম্মে রবী বনিতে বারা তথা উম্মে হারসো ইবনে সুরাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বললনে: ‘আল্লাহর নবী! আমাকে কি হারসো সম্পর্কে বলবনে না?’ হারসো বদররে যুদ্ধে অজ্ঞাত তীররে আঘাতে শহীদ হয়ছেলি। ‘সে যদি জান্নাতবাসী হয় তাহলে আমি ধর্যৈ ধরব। আর যদি অন্য কছিু হয় তাহলে তার জন্য বশেি করে কাঁদব।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দলিনে: “হারসোর মা! জান্নাতে নানান প্রকাররে জান্নাত আছ।ে অন্য বর্ণনায়: জান্নাতে বহু জান্নাত আছ।ে তোমার ছলেে সর্বোচ্চ ফরেদাউস পয়েে গছে।ে”[হাদীসটি বুখারী (২৮০৯) বর্ণনা করনে।

জাহান্নামরে নম্নিস্তরসমূহ

দুনয়িাতে কুফররে স্তরভদে অনুসারে জাহান্নামীদরে নম্নিস্তররে তারমত্য হবে। মুনাফকিরা জাহান্নামরে সবচয়েে নচিরে স্তরে থাকব; যমেনটি আমাদরে রব বলছেনে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا

"মুনাফকিদরে জায়গা হবে জাহান্নামরে সর্বনম্নি স্তর। আর তুমি তাদরে জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"[সূরা নসিা: ১৪৫]

জাহান্নামরে সর্বনম্নি স্তর হচ্ছে (এর থকেে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীতে ইঙ্গতি করছেনে যা নু'মান ইবনে বশীর রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "জাহান্নামরে সবচয়েে হালকা শাস্তি ভোগকারীর আযাব হবে তার জুতাদ্বয় ও ফতিাদ্বয় আগুনরে। অন্য বর্ণনায় রয়ছে: যার দুই পায়রে তলায় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হব। এতে করে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে যভোবে পাতলি ফুটে। স মনে করবে য, তার চয়েে কঠনি আযাব ভোগকারী কউে নইে। অথচ তার আযাব সবার চয়েে হালকা!"[হাদীসটি বুখারী (৬৫৬২) ও মুসলমি (২১২) বর্ণনা করনে] সহহি মুসলমিরে এক বর্ণনায় নর্িধারণ করে দওেয়া হয়ছে য এই ব্যক্তি হলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে চাচা আবু তালব। যহেতেু ইসলামরে সূচনালগ্নে ইসলাম রক্ষায় তার ভূমকিা ছলি।

জান্নাতরে স্তরসমূহ

জান্নাতরে স্তরসমূহরে সংখ্যা নর্িদষ্টিভাবে জানা যায় না। বলা হয়: এর সংখ্যা কুরআনরে আয়াতরে সমান। এই মতটি গৃহীত হয়ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থকেে বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "পবত্রি কুরআনরে বাহককে (কয়িামতরে দনি) বলা হব, 'তুমি কুরআন পড়তে থাক ও উপরে উঠতে থাকো এবং দুনয়িাতে যইেভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে সভোবে পড়তে থাক। কনেনা (জান্নাতরে ভতির) তোমার স্থান ঠকি সখোনে হবে যখোনে তোমার শষে আয়াতটি খতম হব।"[হাদীসটি আবু দাউদ (১৪৬৪) ও তরিমযিী (২৯১৪) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী সহীহু আবি দাউদে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

মুনযিরী আত-তারগীব গ্রন্থে বলনে: খাত্তাবী বলছেনে: "আছারে বর্ণতি হয়ছে: কুরআনরে আয়াতরে সংখ্যা আখরিাতে জান্নাতরে সঁড়িরি সংখ্যা পরমিাণ। কুরআন পাঠকারীকে বলা হব: তুমি কুরআনরে যত আয়াত পড়তে তত সঁড়িতিে উঠতে থাক। য ব্যক্তি পুরো কুরআন পড়ব সে জান্নাতরে সর্বোচ্চ সঁড়িতিে উঠে যাব। য ব্যক্তি কছিু অংশ পড়ব সে তত সঁড়ি

পর্যন্ত উঠতে পারবে। তাই পড়া যখোনে সমাপ্ত হবে সখোনে নকেী সমাপ্ত হবে।"[আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: (২/২২৮)]

কন্িতু তার এই কথায় আপত্তি আছে। কারণ হাদীসটি কুরআনরে হাফযেদরে মর্যাদার ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়ছে; তাদরে স্তর নয়িে নয়। দুনয়িাতে আমলকারীদরে ভন্নিতা অনুসারে তাদরে মর্যাদা ভন্নি ভন্নি হবে। অনুরূপভাবে বহু আমল আছে যগেুলোর মাধ্যমে মানুষরে স্তরভদে হবে। যমেন: সদ্দিীক হওয়া, মুজাহদি হওয়া প্রভৃতি। সুতরাং সমগ্র কুরআনরে হাফযে মাত্রই জান্নাতরে চূড়ান্ত স্তরে যাবে এমন আবশ্যকতা নইে।

আর জান্নাতরে সর্বোচ্চ স্তর হলো ফরেদাউস যমেনটি আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হয়ছে: তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে তখন ফরেদাউস চাইবে। কারণ এটি জান্নাতরে মধ্যম এবং জান্নাতরে সবচয়েে উপরে। এর উপরে আছে রহমানরে আরশ। এখান থকেে জান্নাতরে নহরসমূহ প্রবাহতি হয়।"[হাদীসটি বুখারী (২৬৩৭) ও মুসলমি (২৮৩১) বর্ণনা করনে]

জান্নাতরে মধ্যম অর্থাৎ জান্নাতরে সর্বোত্তম ও সবচয়েে ন্যায্য স্থান। এরূপ অর্থইে আল্লাহর বাণী:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

البقرة: 143

"আর এভাবইে আমি তোমাদরেকে একটি মধ্যপন্থী জাতি বানয়িছেি।"

জান্নাতরে আমল ও জান্নাতবাসীদরে স্তরসমূহ

জান্নাতবাসীদরে কছিু আমল এবং জান্নাতবাসীদরে স্তরসমূহরে কতপিয় ববিরণ সুন্নাহতে এসছে। এর মধ্যে রয়ছে:

আল্লাহর উপর ঈমান ও রাসূলদরেকে বশ্বিাস করা

আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদরে উপররে বালাখানার বাসন্দিাদরে এমনভাবে দখেতে পাবে, যমেন তোমরা আকাশরে পূর্ব অথবা পশ্চমি দকিে উজ্জ্বল দীপ্তমিান নক্ষত্র দখেতে পাও। এটা হবে তাদরে মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যরে কারণে।" সাহাবীগণ বললনে: 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সগেুলো তো নবীদরে জায়গা। তারা ছাড়া অন্যরা সখোনে পৌঁছতে পারবে না।' তনিি বললনে: "অবশ্যই, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে সকল লোকেরোও পৌঁছতে পারবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলদরেকে সত্য বলে স্বীকার করবে।[হাদীসটি বুখারী (৩০৮৩) ও মুসলমি (২৮৩১) বর্ণনা করনে]

আল্লাহর রাস্তায় জহিাদ করা

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "জান্নাতরে মধ্যে একশটি স্তর আছ, যা আল্লাহর রাস্তায় জহিাদকারীদরে জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রখেছেনে। দুই স্তররে ব্যবধান আসমান-যমীনরে মধ্যবর্তীর দূরত্বসম।"[হাদীসটি বুখারী (২৬৩৭) বর্ণনা করনে]

একনষ্ঠিভাবে শাহাদাতকামী ব্যক্তওি এটি অর্জন করতে পারবে

সাহল ইবনে হানীফ রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তি একনষ্ঠিভাবে আল্লাহর নকিট শাহাদাত প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদদরে মর্যাদায় পৌঁছাবনে; যদওি তার মৃত্যু নজি বছিানায় হয়।"[হাদীসটি বুখারী (১৯০৯) বর্ণনা করনে]

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কারী

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: দরদ্রি লোকরো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: 'সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তরিা তাদরে সম্পদরে দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছনে। আমরা যে যে নামায পড়ি তারাও সে সে নামায পড়, আমরা যে যে রোযা রাখি তারাও সে সে রোযা রাখ। আর তাদরে আছে অতরিক্তি অর্থ যা দয়িে তারা হজ্জ কর, উমরা কর, জহিাদ করে এবং দান-সদকা কর।।...' [হাদীসটি বুখারী (৮০৭) ও মুসলমি (৫৯৫) বর্ণনা করছেনে]

তীব্র কষ্ট সত্ত্বওে অযু পূর্ণকারী, মসজদিরে দকিে বশেি বশেি গমনকারী এবং এক নামাযরে পর অন্য নামাযরে জন্য অপক্ষোকারী

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আমি কি তোমাদরেকে এমন কছিুর দকি নর্দিশেনা দবি না যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মুছে দনে এবং মর্যাদার স্তর উন্নীত করনে?' সাহাবীরা বললনে: অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! তনিি বললনে: "কষ্ট হলওে ভালোভাবে অযু করা, মসজদিরে দকিে বশেি বশেি কদম ফলো এবং এক নামায শষে করে পরবর্তী নামাযরে জন্য অপক্ষোয় থাকা। আর এটাই হল 'রবিাত' (প্রস্তুতি)। এটাই হলো 'রবিাত' (প্রস্তুতি)"[হাদীসটি মুসলমি (২৫১) বর্ণনা করনে]

কুরআনরে হাফযে

এর প্রমাণ হলো উপরে বর্ণতি আব্দুল্লাহ ইবনে আমররে হাদীস, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "পবত্রি কুরআনরে পাঠককে (কয়িামতরে দনি) বলা হব, 'তুমি কুরআন করীম পড়তে থাক ও উপরে উঠতে থাকো।

আর ঠকি সইেভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যভোবে দুনয়িাতে পড়তে। কনেনা (জান্নাতরে ভতির) তোমার স্থান ঠকি সখোনে হবে, যখোনে তোমার শষে আয়াতটি খতম হবে।”[হাদীসটি আবু দাউদ (১৪৬৪) ও তরিমযিী (২৯১৪) বর্ণনা করনে আর শাইখ আলবানী সহীহু আবি দাউদে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

সুতরাং যে ব্যক্তি সুউচ্চ হম্মিতরে অধকিারী, তার উচতি সর্বোত্তম বষিয়রে প্রতি উদগ্রীব হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনরে জন্য কাজ করা এবং জান্নাতুল ফরেদাউসে প্রবশে করা। এই আমলগুলো যারা করবে তাদরেকে আল্লাহ এই স্তরগুলো প্রদানরে প্রতশ্রিুতি দয়িছেনে। যে মানুষগুলো এই স্তরগুলোর প্রতি আগ্রহী, আর যারা এগুলোর প্রতি বখেবর তাদরে মাঝে দূরত্ব যে কত বশেি!

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।